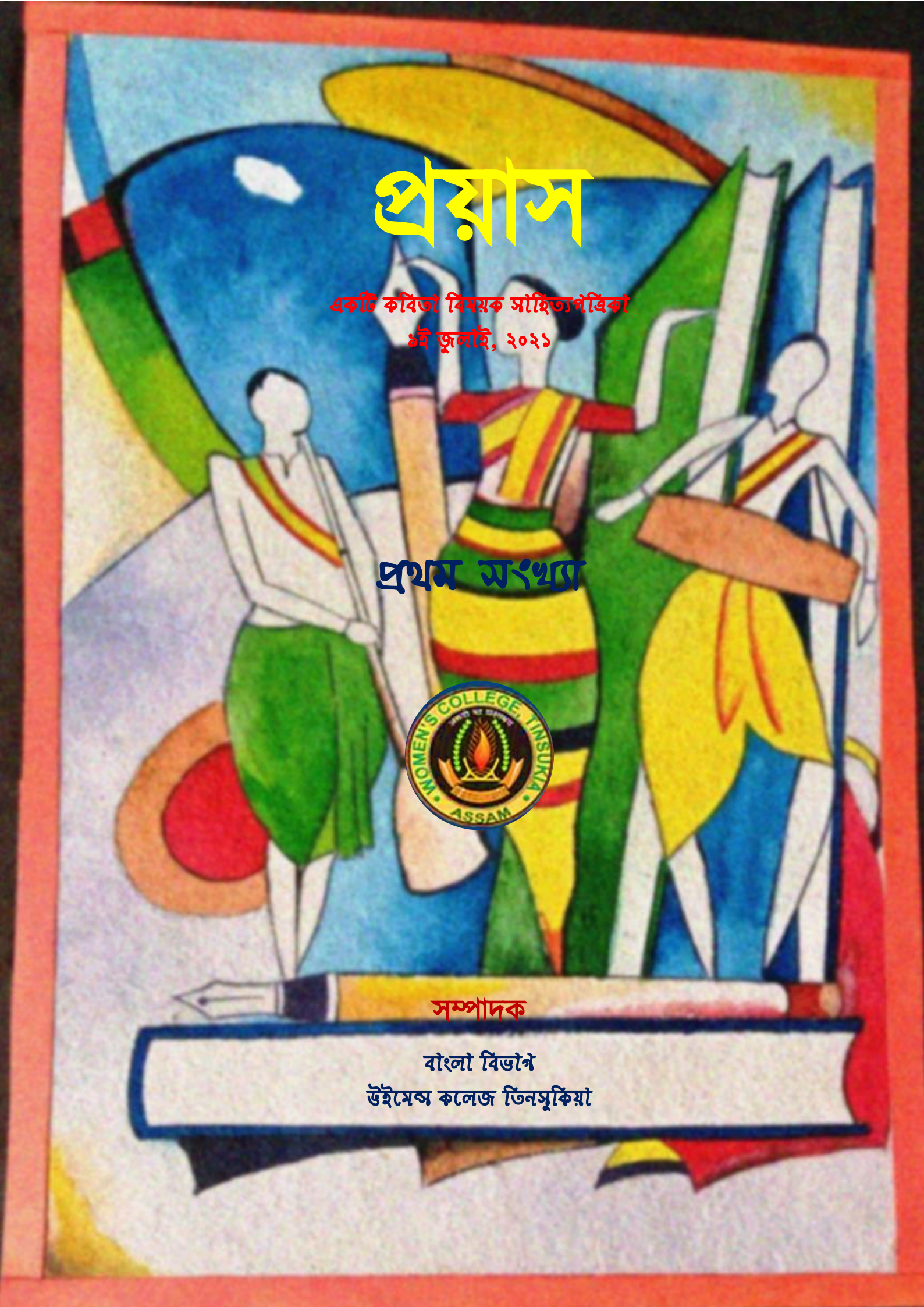

প্রয়াস

একটি কবিতা বিষয়ক সাহিত্যপত্রিকা

৯ই জুলাই, ২০২১

প্রথম সংখ্যা

সম্পাদক

বাংলা বিভাগ

উইমেন্স কলেজ তিনসুকিয়া

প্রয়াস

একটি কবিতা বিষয়ক সাহিত্যপত্রিকা

৯ই জুলাই, ২০২১

প্রথম সংখ্যা

সম্পাদক

বাংলা বিভাগ

উইমেন্স কলেজ তিনসুকিয়া

সম্পাদনা সমিতি

মুখ্য উপদেষ্টা:

ড. রাজীব বরদলৈ

উপদেষ্টা:

শ্রীযুক্ত দুলাল বরুৱা

শ্রীযুক্ত দেবাশীষ বুকন

ড. বুদুল চন্দ্র দাস

রাগিনী মল্লিক

গগন তালুকদার

তাপস নাইচ

সদস্য:

ড. রাজু নায়ক

শ্রী সোমেন পাল

শ্রীমতী সুনিতা দত্ত

স্বত্বাধিকার: বাংলা বিভাগ, ডইমেন্স কলেজ তিনসুকিয়া

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: রিমি দেবনাথ

মহাবিদ্যালয়ের সংগীত

কথা: ড. মদন শর্মা

সুর: বিজন দত্ত

জোনাকী বাটৰ অভিযাত্রী আমি

জোনাকী বাটৰ অভিযাত্রী

নিতে নিতে প্রসাৰিত দিগবলয়ত

দৃষ্টি থাপি অগ্রগামী

কলা বিজ্ঞানৰ সাধনাৰে

প্রাণৰ উচ্ছল আশাৰে

আহা আহা মূর্ত কৰা

নিফুট যত স্বপ্ন ছবি

মহাজীৱনৰ যত সম্ভাৱনা

আমাৰ বুকুত

ন সমাজৰ ৰূপছবি

আমাৰ চকুত

আমিয়েই শক্তি ৰূপিনী

প্রজ্ঞাপথৰ অভিযাত্রী

আমাৰেই চেতনাত ধ্বনিত

অসতো মা সদগময়।।

OFFICE OF THE PRINCIPAL

WOMEN'S COLLEGE, TINSUKIA

P.O. TINSUKIA – 786125, ASSAM, INDIA

ESTD.: 1966

NAAC ACCREDITED: B++ GRADE

Website: www.wimcol.org
Phone: 0374 2338826

E Mail: wcttsk@gmail.com
Fax: 0374 2338940

MESSAGE

It gives me immense pleasure to note that the Department of Bengali of Women's College, Tinsukia is going to publish a digital Magazine in the name of "PRAYAS". I am told that this issue has been dedicated to Poetry. I would congratulate the entire team associated with this production and sincerely wish them luck for such a laudable venture. My special praise goes to Prof. Raju Layek, HoD, for his dynamic leadership and hard work towards the academic growth of the department.

Dr. Rajib Bordoloi

Principal, Women's College,

Tinsukia

Dr. Rajib Bordoloi
Principal
Women's College, Tinsukia

আমুখ

২০২১ সালে উইমেন্স কলেজ তিনসুকিয়া-র বাংলা বিভাগ থেকে একটি ক্ষুদ্র কবিতা পত্রিকার শুভ যাত্রা আরম্ভ হল। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার নামকরণ করা হল **'প্রয়াস'**। কলেজের ছাত্রীদের এবং শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারীদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা 'প্রয়াস'। প্রয়াসের প্রথম সংখ্যায় কোনও বিষয়ভিত্তিক কবিতা নেই। বিভিন্ন স্বাদের পঁচিশটা কবিতা নিয়ে এই পত্রিকার যাত্রা আরম্ভ। সব কবিতার মান হয়তো সমমাপের হয়নি ঠিকই, মানুষের পাঁচটি আঙুলও সমমাপের হয় না। শিশুরা যেমন পথ চলার আগে মনে সাহস নিয়ে হামাগুড়ি দেওয়ার চেষ্টা করে, নিজের পায়ের দাঁড়ানোর চেষ্টা করে, তেমনি কবিতা-প্রেমী ছাত্রীরা সকলেই এই সাহস দেখিয়েছে। তাদের সাহসকে একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার স্থানের নাম হল **'প্রয়াস'**।

এই প্রয়াসের ক্ষেত্রে উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ ড. রাজীব বরদলৈ মহাশয়, মাননীয় উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দুলাল বরুয়া মহাশয় এবং কলেজের সমস্ত শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ। সকলের আন্তরিক সহযোগিতা আমাদের বিভাগের আশীর্বাদ স্বরূপ। কোনও ভুলত্রুটি থাকলে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

বাংলা বিভাগ

উইমেন্স কলেজ তিনসুকিয়া

সূচিপত্র

১. '২০২১ সাল': সুমিতা দত্ত ৮

২. সুন্দরের প্রতিমূর্তি: সোমেন পাল ৯

৩. ফিরে আসবো: কৌশলেন্দ্র কুমার সিং ১০

৪. Sonnet: Kousholendra Kumar Singh ১১

৫. রূপান্তর: তাপস কুমার আইচ ১২

৬. আমার ভাষা বাংলা ভাষা: দীপিকা দেবনাথ ১৩

৭. "মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা": মিষ্টি দত্ত ১৪

৮. বাংলা ভাষা: সবিতা পাল ১৫

৯. বাংলার তীরে: অনিন্দিতা চৌধুরী ১৬

১০. বাংলা ভাষা: প্রিয়া দেবনাথ ১৭

১১. বঙ্গভাষা: সুস্মিতা পাল ১৮

১২. বাংলা ভাষা: সুনয়না ধর ১৯

১৩. বাংলার দান: ময়ূরী চক্রবর্তী ২০

১৪. বাংলা: ময়ূরী চক্রবর্তী ২১

১৫. মোদের গৌরব মোদের ভাষা: মৌ ব্যানার্জী ২২

১৬. আমার বাংলা ভাষা: মঞ্জিতা সূত্রধর ২৩

১৭. প্রিয় বন্ধু: প্রিয়া দাস ২৪

১৮. প্রকৃতির ইঙ্গিত: সোনালী ভট্টাচার্য ২৫

১৯. বন্ধুত্ব: পূজা দাস ২৬

২০. ফুল: ডোনা রায় ২৭

২১. ঋতু রাজ বসন্ত: নিবেদিতা দত্ত ২৮

২২. ধনী ব্যক্তি: সায়েক্কা ভৌমিক ২৯

২৩. প্রকৃতি ও মানুষ: বর্ণালী দে ৩০

২৪. বিশ্বাস: প্রিয়াংকা পাল ৩১

২৫. মা তুমি যে এত সুন্দর: মুসকান বেগম ৩২

(১)

।। '২০২১ সাল' ।।

ভোরের আলো ফুটেছে-

তুমি আছো! তাই পৃথিবী সুন্দর!

হঠাৎ কানে ভেসে এলো ধারিত্রীর আর্তনাদ-

মানব সভ্যতার পতন ঘটেছে,

বিজ্ঞানের অগ্রগতির হিংস্র করাল গ্রাসে

পৃথিবী আজ জর্জরিত, ক্ষত বিক্ষত

রক্তঝরা দেহে কী করে সহ্য করবে

মানবের হৃদয়বিদারক আর্তনাদ হাহাকার?

বেঁচে থাকার জন্য একটু অক্সিজেন,

হাঁসপাতালের বারান্দায় একটু জায়গা, একমুঠো অন্ন,

হায়! সবকিছুই তো বুর্জোয়া শ্রেণির ঘরে বন্দী?

চিনা ভাইরাস সমগ্র বিশ্বকে কাঁপিয়ে তুলল,

শক্তিমান দেশগুলো শুধু দোষারোপ করেই গেল

পেয়েছে কি উত্তর?

কিন্তু দলিত-মথিত হলো সে সর্বহারার দল-

তবু বিশ্বাস-আসবে সুদিন-

তুমি আছো, তাই এই পৃথিবী সুন্দর।

সুমিতা দত্ত

সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

(২)

।। সুন্দরের প্রতিমূর্তি ।।

অলিম্পাস পর্বতের সুগভীর খনি থেকে

উত্তোলন করতে দাও মর্মর পাথর

আর তাকে ছেনি দিয়ে কেটে-কুঁদে নির্মাণ করা হোক

রমণীর প্রতিমূর্তি – যা থেকে বিচ্ছুরিত হবে

তপ্ত জ্বরের মতো আলোর রেণুকা।

তোমার জোড়া চোখে সৃজিত হোক

আঁধারের কুয়াশায় আচ্ছন্ন প্রগাঢ় গভীরতা

যার অতলে ডোবার আকাঙ্ক্ষায়

মানুষ খুঁজে পাবে অমরতা।

তোমার অঙ্গসৌষ্ঠব হোক নিটোল

স্তনযুগলের মূর্ছনায় প্রবাহিত হোক সঞ্জীবনী।

মৃৎপাত্রের আত্মার মতো নগ্ন হও তুমি

এবং তোমার অবিশ্বাসী পৌত্তলিক নগ্নতা যেন হয়

মানুষের স্পর্শ সম্ভাবনা রহিত।

আর যদি তুমি নির্দেশ দাও উৎসর্গের

তোমার পাষাণ বেদিতে আমি হবো প্রথম বলি

এবং পান করবো আমার শোণিত।

সোমেন পাল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

(৩)

।। ফিরে আসবো ।।

কালের গর্ভে, সময়ে তোমার হাসি মুখটা দেখেছি,

সূর্যকে যেন কেউ কেশপাশে ঢেকে রেখেছে

কাজল নিয়ে কোনো শিল্পকার, তোমার চোখ এঁকে দিয়েছে

কপালের উপর ঐ রামধনুর মধ্যে,

তোমার তিলক

আমার অন্তঃকরণকে দিপ্তীমান করেছে,

আমাকে দেখে, তুমি যে ফিরে দিলে হাসি!

আমার মন প্রাণ ঝংকৃত হয়ে উঠল

মনে হল জীবন কী এত মধুর!

ঘুম ভাঙল

জীবনের মরুভূমিতে পেলাম নাকি কিছু?

ঐ উড়ু উড়ু চোখের দৃষ্টি,

নাকি আমার হৃদয় জোড়া বিরোধাভাস?

আর তোমাকে দেখতে চাই-না!

চাই-না কি? আবার কোনো দিন-কালের

বাস স্টপে আমাকে দেখে ফিরে গিয়ে হাসো?

হারাতে চাই-না তোমাকে

চাইতাম কি? এমনই যখন

জীবন শ্মশানের মতো হয়ে পরে, মরুভূমি?

একবার ফিরে আসবো, একটি সুন্দর স্বপ্ন নিয়ে

আমি দেখেছি বিধাতার মুখে

সৃষ্টির পূর্বে গোলাপি-আভা।

কৌশলেন্দ্র কুমার সিং

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

(৪)

।। Sonnet ।।

All to thee love, should I only sing

Pangs of desire, desolation doom?

Or to nature, life or just the thing?

Man’s quest but a never ending gloom.

Beauty I sought, I seek and aspire

In thee too not the cage I sought

The sensation, little known, I desired

What is it, what cud b or ought

In life I dream and dream in life

With childlike eye gleaning the star’y sky

Like tramp at king’s table to dine

Like sage midst beatitude all around

It’s not thy fault, love, but I am so,

My freakish soul that can’t just stop to go!

Kousholendra Kumar Singh

Assistant Professor, English Department

(৫)

।। রূপান্তর ।।

সেই শহর আজ অতীত,

নেই সেই বাঁধানো ইঁটের ফুটপাত।

বাজে নাকো মাইক জানান দিতে,

‘কোনো বিশেষ ঘোষণা’।।

তবু কেন মন বারে বারে কহে,

আর কি ফিরিবে না হারানো সেদিন।

কত না গোধূলি কেটেছে সেথায়,

হেরিয়া পুতুল নাচ আর সার্কাস।।

ভুলেছে আমেজ সব,

যাত্রা কিংবা থিয়েটারের।।

নগরকীর্তন আর প্রভাত ফেরী,

হয়েছে এখন গত শতকের কড়চা।

অবুঝ মন বুঝেনাকো বদল,

করে শুধু বিদ্রোহ অতীতের আবেশে।।

তাপস কুমার আইচ

সহকারী অধ্যাপক, কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ

(৬)

।। আমার ভাষা বাংলা ভাষা ।।

প্রাণ দিয়েছে দেয়নি তবু

বাংলা ভাষার মান

নির্ভয়ে তাই গাইতে পারি

এমন ভাষার গান।

বাংলা আমার প্রাণের ভাষা

বাংলায় বলি কথা

বাংলা ভাষার অপমানে

জাগায় মনে ব্যথা,

বাংলা গানের আনন্দে

চাষ করে গায়ের চাষি

বাংলা ভাষার বলতে কথা

আমরা ভীষণ ভালোবাসি।

দীপিকা দেবনাথ

ছাত্রী, ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক

(৭)

।। "মোদের গর্ব মোদের আশা আ—মরি বাংলা ভাষা" ।।

আ-মরি বাংলা ভাষা, আমার ভাষা, আমার

অহংকার, আমার গৌরব।

মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষার দেশের যৌবন শহীদের প্রতি

বিনম্র শ্রদ্ধা।

তুমি আজ রয়েছ সমগ্র বাধা বিপত্তি পেরিয়ে

বিশ্বজগতের শিখরে।

তোমার মধ্যেই রয়েছে সকলের যাওয়া-আশা।

তোমার বুকেই বয়ে চলেছে উজান নদীর নাইয়ারা, নাও বাইয়া।

তোমার মধ্যেই তো রয়েছে এত যাদু, এত শান্তি-ভালবাসা।

কোথায় আছে এমন সাহিত্যিকেরা চণ্ডীদাস

বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস ওঝা,

কোথায় বা আছে এমন কবিরা রবীন্দ্রনাথ,

সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র ও নবীন কবিরা।

কোথায় তোমার শুরু কোথায় তোমার শেষ জানি না কিছুই,

তুমি যেন মায়ার খেলার একজন মায়াবী

যাকে খুঁজেও সন্ধানহীন আমরা।

তোমার ভাষাতেই প্রথম 'মা' বলে ডাকা,

আবার তোমার ভাষাতেই হরি বোল বলে কাঁদা।

বেঁচে থাকুক সর্বদা তোমার এই বাংলা মাতৃভাষা।

মিষ্টু দত্ত

ছাত্রী, ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক

(৮)

।। বাংলা ভাষা ।।

বাংলা ভাষা মোদের গর্ব

আমরা করবো না একে খর্ব।

তোমায় যে যাই বলুক না কেন

তোমার বিশালতা তুমি দেখিও যেন।

রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন এই ভাষাতেই মত্ত

বিশ্ব জানে এই ভাষার চিরন্তন সত্য।

তাই তো আজ হয়েছ তুমি ভাষার মধ্যে শ্রেয়

তবুও কিছু লোকের কাছে তুমি অপ্রিয়।

এমন মিষ্টি মধুর ভাষা আর নেই তো দ্বিতীয়

আজীবন থাকবে তুমি হয়ে মোদের প্রিয়।

সবিতা পাল

ছাত্রী, ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক

(৯)

।। বাংলার তীরে ।।

জন্মে বাংলার বুকে,

সেজে আধুনিক মডার্ণ,

বলে কথা বাংলিশের সুরে,

কি যে পাওগো সুখ,

বাংলাকে করে অপমান

ভাল বলি তাই শোন,

ছেড়ে সব ভুল মন্দ

করহ বাংলারে প্রণাম।

কারণ বাংলার গানে রুক্ষ জমি

বাংলার মুখের হাসি

কোথায় গেলে পাইব এ সুখ?

তাই বাংলারে মরমে পশি।

শেষে ফিরে আসতে যে হবে, বাংলারই তীরে,

তাও যে বলে রাখি।

ভেসে যেও না পাশ্চাত্যের এই বন্যায়

এ যে সর্বনাশী।

অনিন্দিতা চৌধুরী

ছাত্রী, ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক

(১০)

।। বাংলা ভাষা ।।

ভাষার মধ্যে সেরা ভাষা,

মোদের এই বাংলা ভাষা।

নেই যে কোনো রুষ্টতা এতে,

অনায়াসে স্থান পায় মনেতে।

কী দিয়ে করবো এর বর্ণনা,

এই ভাষার নেই যে তুলনা।

সাহিত্য ভাণ্ডারে রয়েছে ঠাসা,

মোদের এই বাংলা ভাষা।

নজরুল যখন ছিলেন অসফলতার শীর্ষে

বাংলা ভাষা ছিল তখন তাঁর পাশে

যতদিন থাকবে বাঙালি এদেশেতে

চিরকাল থাকবে বাংলা ভাষা মনেতে।

প্রিয়া দেবনাথ

ছাত্রী, ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক

(১১)

।। বঙ্গভাষা ।।

বাংলা মোদের প্রিয় ভাষা

সমাজের সঙ্গে তাল মিলাতে,

ভুলিনি আমি বঙ্গভাষা।

বঙ্গভাষার অমর্যাদায়

জাগায় মোদের প্রাণের ব্যথা।

এই ভাষার মাঝে বেঁচে থাকুক

শত-সহস্র সংগ্রামীদের ভালোবাসা।।

আমরা বাঙালি আমরা গর্বিত।

সুস্মিতা পাল

ছাত্রী, ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক

(১২)

।। বাংলা ভাষা ।।

বাংলা আমার মাতৃভাষা

আমাকে দেয় সব আশা

'মা' বলতে যখন শিখেছি

বাংলা ভাষাতেই বলেছি।

নানা দেশের নানা ভাষা,

আমার প্রাণ বাংলা ভাষা।

বাংলার মাটি জল-আকাশ

স্পর্শ করে শীতল বাতাস

বাংলাতেই জন্ম আমার,

এই বাংলাতেই মৃত্যুর আশা।।

সুনয়না ধর

ছাত্রী, ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক

(১৩)

।। বাংলার দান ।।

বাংলা বিশ্বের দরবারে দ্বিতীয় স্থানে তুমি,

তুমি গড়েছ বিখ্যাত সাহিত্যিকদের

কবিগুরুকে দিয়েছ প্রেমের ভাষা, ভালবাসার ভাষা

বিদ্যাসাগরকে-রামমোহনকে দিয়েছ

প্রতিবাদের ভাষা,

মধুকবিকে শিখিয়েছ সমাজের ভন্ডামিকে

প্রকাশ করানোর ভাষা।

তুমি বিশ্বকে দেখিয়েছ, বাংলা প্রকৃতির

অপরূপ সৌন্দর্য।

তুমি দেখিয়েছ,

তুমি বুঝিয়েছ

তুমি অনুভব করিয়েছ আমাদেরকে

বাংলা ভাষার মাধুর্যতা।

ময়ূরী চক্রবর্তী

ছাত্রী, চতুর্থ ষাণ্মাসিক

(১৪)

।। বাংলা ।।

তোমায় নিয়ে লিখতে বসেছি আজ

তোমার সাথে সম্পর্কটা ঠিক ছোটবেলা থেকে,

তবে সম্পর্কটি আজও অনেকটা মজবুত;

তোমাকে আশ্রয় করেই

আমার প্রথম শব্দ 'মা' শেখা।

তোমাকে ঘিরেই তো

স্কুল জীবনের পথ চলা।

তুমি আমার মাতৃভাষা,

'বাংলা' তুমি নিজেই স্বয়ংসম্পূর্না

তুমি বাঙালির গর্ব,

তুমি আমার গর্ব,

তুমি আমার বাংলা ভাষা।

ময়ূরী চক্রবর্তী

ছাত্রী, চতুর্থ ষাণ্মাসিক

(১৫)

।। মোদের গৌরব মোদের ভাষা ।।

মোদের গৌরব মোদের ভাষা

মোদের এই বাংলা ভাষা।

বাংলা মায়ের কোলে,

কতই শান্তি, কতই ভালোবাসা।

কি যে যাদু আছে বাংলা গানে,

যা মন জুড়ে দেয়।

কি যাদু আছে বাংলা গানে,

নাচে বাউল পাগল হয়ে।

এই ভাষাতেই নিতাই-গৌরাঙ্গ,

আনল দেশে ভক্তির ধারা।

এই ভাষাতেই প্রথম ডাকে,

ডাকলাম মাকে 'মা', 'মা', বলে।

আশা করি আসছে বারে,

ফিরে পাব এই ভাষা।

মোদের গৌরব, মোদের ভাষা,

মোদের এই বাংলা ভাষা।।

মৌ ব্যানার্জী

ছাত্রী, চতুর্থ ষাণ্মাসিক

(১৬)

।। আমার বাংলা ভাষা ।।

বাংলা মায়ের বাংলা ভাষা

মাতৃভাষা আমার,

বাংলা আমার প্রাণের ভাষা

আমার অহংকার!

ভিন্ন ভিন্ন ভাষা তবুও

মায়ের ভাষার সুখ

সব দেশেরই সব মানুষের

ভরিয়ে দেয় বুক।

তোমার হাত ধরে প্রথম

লিখেছিলাম এক কবিতা,

তুমি দিলে শব্দ আমায়

দেখিয়ে ছিলে এক নতুন আশা

তোমার ভাষা তোমার কাছে

আমার ভাষা আমার,

সবার ভাষা সবার কাছেই

সমান মর্যাদার।

মঞ্জিতা সূত্রধর

ছাত্রী, চতুর্থ ষাণ্মাসিক

(১৭)

।। প্রিয় বন্ধু ।।

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতাম একসাথে

রাস্তা শেষ হয়ে যেতো কিন্তু

আমাদের কথা শেষ হত না।

একসাথে বেঞ্চে পাশাপাশি বসতাম আমরা

মনে পড়ে সেই স্কুলের ঘরগুলো

যেখানে ছিল অতীতের বেশিরভাগ স্মৃতিগুলো।

এখন তো হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক আরও

কত কি কথা বলার উপায়

শুধু স্কুল থেকে ফেরার পথে সেই

গল্প আর এখন খুঁজে পাই না।

প্রিয়া দাস

ছাত্রী, দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক

(১৮)

।। প্রকৃতির ইঙ্গিত ।।

প্রকৃতির এই লীলা-খেলা

দেখিয়েছে জীবনের আসল মেলা।

এগিয়ে চলেছিলাম যে অজানার পথে

প্রকৃতি উঠিয়ে দিলো সঠিক রথে।

নেই কোনো বাহনের চলাচল, নেই মানুষের বিচরণ

শুনতে পাই শুধু পাখির কোলাহল।

এবার আমাদের দৃঢ় সিদ্ধান্তের পালা,

চক্ষু সম্মুখে দেখে প্রকৃতির এই লীলা-খেলা।

সোনালী ভট্টাচার্য

ছাত্রী, দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক

(১৯)

।। বন্ধুত্ব।।

জীবন যুদ্ধের নেইকো ভয়,

যদি প্রাণবন্ধু সাথী হয়।

জীবন মোদের সফল হয়,

বন্ধুত্ব যখন সবল হয়।

হৃদয় যদি সহজ হয়,

সব চাওয়া পূর্ণ হয়।

বন্ধুত্ব যদি সত্যি হয়,

একদিন তার হবেই জয়।

যদি তোমার মতো বন্ধু হয়,

তাহলে অসাধ্য কিছুই নয়।

সহজ ভাষায় বলতে হয়,

দুই বন্ধুর প্রাণ এক হয়।

এসো বন্ধুত্ব কে বাছি, ঘৃণাকে নয়,

নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের যেন হয় জয়।

পূজা দাস

ছাত্রী, দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক

(২০)

।। ফুল ।।

তোমার মহিমা অবিচল তব

বিদায়ী কী বা আবাহন

জনমে মরণে পূজার প্রেমে

তোমাকে প্রয়োজন।

সারাদিন ধরি ভেবে ভেবে মরি

রহস্য নয়তো ভেদ্য

যুগে যুগে তুমি ভালো থেকো ফুল

এ আমার নৈবেদ্য।

ডোনা রায়

ছাত্রী, দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক

(২১)

।। ঋতু রাজ বসন্ত ।।

ঋতু রাজ বসন্ত এলো

নামল খুশির তল!

ফুলের বাহার এলো নিয়ে

সাথে কত ফল

ফুটে নানা ফুল সাথে

সুগন্ধে ভরা।

আম হল ফলের রাজা

বসন্তেরই ফল

ডালে ডালে দেখে তাহা

মুখে আসে জল।

কি সুরেতে কোকিল ডাকে

কিনা মধুর সুরে

সে সুরেতে আনন্দেতে

মনটি সবার ভরে।

নিবেদিতা দত্ত

ছাত্রী, দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক

(২২)

।। ধনী ব্যক্তি ।।

ধনী,

যারা হিংসামুক্ত চিত্তের।

হৃদয়ে অহংকার,

মস্তকে ধন, সবই বিফল।

নিঃস্বার্থ চিত্তে

সুন্দর ব্যবহারে,

মানুষ ধন ছাড়াও ধনী।

মস্তকে মুকুট

গলায় সোনার হার এবং অজ্ঞান চিত্ত

সবই ব্যর্থ।

শুধু বইপত্রের জ্ঞান যোগ করে,

মানবতা বিয়োগ করে,

যদি ভাবো তুমি জ্ঞানী

তাহলে বলব, তোমার মতন মূর্খ দেখিনি।

সোনার বাড়িতেও তুমি গরিব

যদি বাস্তব জীবনে তুমি অজ্ঞানী

সমান দৃষ্টিতে যদি দেখ সকলকে তুমি

এবং ছড়াও তোমার পবিত্র জ্ঞান,

তাহলে তুমিই হবে ধনী ব্যক্তি।

সায়েঙ্কা ভৌমিক

ছাত্রী, দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক

(২৩)

।। প্রকৃতি ও মানুষ ।।

অনেক উপদ্রব চালিয়েছে মানুষ

এখন প্রকৃতির পালা,

গাছের পরে গাছ কেটেছে

এখন হয়েছে শ্বাসের জ্বালা,

অক্সিজেনের হয়েছে অভাব

জনমানবে পড়েছে প্রভাব

মুক্ত বাতাস বোতলে ভরা

মানুষের দেহ মাটিতে পরা,

মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে তারা

কান্না করছে আপন যারা,

মাটির সাথে মিশছে দেহ

তাদের আর পাবে না কেহ,

প্রকৃতি ধ্বংসের প্রভাব পড়েছে

শ্বাসের জন্য মানুষ মরেছে,

হয়তো এবার সবাই বুঝবে

ঘরে ঘরে গাছ লাগাবে।

বর্ণালী দে

ছাত্রী, দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক

(২৪)

।। বিশ্বাস ।।

বিশ্বাস অতি ক্ষুদ্র তিন অক্ষরের একটি শব্দ

যাকে অবলম্বন করে মানুষকে থাকতে হয় সদা জব্দ

একবার হারিয়ে গেলে সেই বিশ্বাস

সারা বিশ্বের বিনিময়েও সারা পাবে না তার নিঃশ্বাস।

অবিশ্বাসের কলঙ্ক-কালিমার ছাপ

অ্যাসিডে ধুলেও যাবে না কখনো তার ছাপ

যদিও তুমি যাও মরে থেকে যাবে

অবিশ্বাসের ছাপ থেকে যাবে সকলের অন্তরে।

প্রিয়াংকা পাল

ছাত্রী, দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক

(২৫)

।। মা তুমি যে এত সুন্দর ।।

আকাশ সুন্দর, বাতাস সুন্দর

পাহাড় সুন্দর, পর্বত সুন্দর,

কিন্তু পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর

আছো তুমি একজন মা।

মা তুমি যে এত সুন্দর

তুমি তো কত আদরের

আমার দুঃখিত তুমি কান্না কর,

আমার সুখের সময় তুমি হ্যাঁ গো

আমার কষ্টের সময় তুমিও

তো এত প্রেরণা দাও মা,

মা তুমি যে এত সুন্দর।

মুসকান বেগম

ছাত্রী, দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক

WOMEN'S COLLEGE-TINSUKIA